মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক

সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি)

বিষয়ে

স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

ব্লু ইকোনমি সেল

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

‘ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা’

১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগঃ

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা
১।	মডেল পিএসসি-২০১৫ প্রণয়ন	প্রতিবেশী দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিস্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুমোদিত মডেল পিএসসি ২০১২-এর আধুনিকায়ন ও চুড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান আছে। টেকনিক্যাল Evalution এর কাজের শেষে আর্থিক প্রস্তাব/RFP পেশ করা হবে।	২ বছর	পেট্রোবাংলা
২।	সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন	i) অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ২২০০ লাইন কিলোমিটারের মধ্যে ২০৬৯ লাইন কিলোমিটার সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে বাকী কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।	১ বছর	i) পেট্রোবাংলা (ওএনজিসি ভিদেশ লিঃ + ওআইল যৌথভাবে
		ii) অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক সাইসমিক জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ শেষ হয়েছে। 3D সাইসমিক সার্ভের কাজ অক্টোবর ২০১৭ হতে শুরু করে ১ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।		ii) পেট্রোবাংলা (সান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লিঃ + ক্রীস এনার্জি (এশিয়া)
৩।	ডায়নামিক পজিশন রিসার্স শিপ (DPRV) সংগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রসীমায় মূল্যবান খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও সমুদ্র গর্ভের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ডাটা বেজ তৈরি।	বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য জিএসবি কর্তৃক ২২ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন ও জাহাজ ক্রয় হওয়ার পরপরই সমুদ্রে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধাণ, আহরণ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে কাজ শুরু করা হবে।	৫ বছর	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪।	জিএসবি, পেট্রোবাংলা ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ সমূহের এর ব্যবহারের নিমিত্তে পেট্রোবাংলা কর্তৃক পৃথক একটি Oceanographic Survey Vessel ক্রয় প্রসঙ্গে।	GSB এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত DPRV Vessel টি ক্রয় প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ক্ষ্যাপন হবে বিধায় সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সরাসরি Off the Shelf অথবা স্বল্প সময়ের মধ্যে তৈরী নতুন Oceanographic Research Vessel ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত ভেসেলটি জিএসবি, পেট্রোবাংলার বাপেক্স ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ সমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় জরিপ ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহৃত হবে। জাহাজটি পেট্রোবাংলার মালিকানায় ‘‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০” এর আওতায় পেট্রোবাংলার অধীনে বিভিন্ন কোম্পানীর অর্থায়ণে দ্রুত ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাহাজটি দিয়ে সমুদ্রসীমার তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সাইসমিক সার্ভের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। জাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন বাংলাদেশ নৌবাহিনী সহযোগিতা করবেন।	১ বছর	পেট্রোবাংলা
৫।	স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় জাহাজ ক্রয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন Geological/Seismic equipments এর উপর প্রশিক্ষণ	GSB/Patrobangla এর জন্য জাহাজ ক্রয় ও সংযোজনের প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় নতুন Oceanographic Research Vessel পরিচালনার জন্য GSB/Petrobangla সহ উক্ত জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা তথা জিএসবি/বাপেক্স ও নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক background সদস্যদের দেশী/বিদেশী সংস্থা থেকে জরুরী ভিত্তিতে Geological/Seismic equipments সহ অন্যান্য Geological Equipment সমূহের উপর পৃথকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিকল্পনা করতে হবে।	১ বছর	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জিএসবি পেট্রোবাংলা বিএন হাইড্রোগ্রাফি পরিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা
১	বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বিষয়ক প্রণীত "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৭" প্রনয়ন	গত ১৮/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইন পাশ হওয়া সাপেক্ষে নীতিমালা চূড়ান্ত হবে।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২	Exclusive Economic Zone (EEZ) এবং Area Beyond National Jurisdiction(ABNJ) এর ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে এবং আন্তর্জাতিক জলাশয়ে বাণিজ্যিক ভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ (Long Line Fishing)।	এ লক্ষ্যে সাগরে টুনা এবং টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৪টি লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযান/ট্রলারের লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরো কতিপয় "লং লাইনার" এবং "পার্স সেইনার" প্রকৃতির মৎস্য নৌযান/ট্রলারের লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩	সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এ বাংলাদেশ এর Co-operating	গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) তে বাংলাদেশ Co-operating Non Contracting Party Status অর্জন করেছে। মে, ২০১৬ মাসে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত IOTC এর ২০তম অধিবেশনে উক্ত Status নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত StatusUpgrading উন্নীত করার পরিকল্পনা করতে হবে।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৪	Long Line Fishing এর বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত Joint Venture	Long Line Fishing এর বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত (Preferably Japan and South Korea) Joint Venture এর মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে Private Sector কে সংশ্লিষ্ট রেখেও Joint Venture এ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। উক্ত Long Line Fishing এ বাংলাদেশ ফিশারি একাডেমী হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটদের নিয়োগের বিষয়ে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতদ্ববিষয়ে সরকারের নির্ধারিত সকল মহলের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫	স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মাছের অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ আহরণের পরিকল্পনা।	স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমুদ্রে মাছের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য EU/France বা অন্য যে কোন দেশের সাথে জরুরী ভিত্তিতে MOU এর মাধ্যমে সম্পাদন করা। উল্লেখ্য যে, EU/France সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। একই সাথে উক্ত সংগৃহিত ডাটা মৎস্য অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সমুদ্রে ফিসিং কমিউনিটির নিকট এবং ভবিষ্যতে সংযোজিতব্য লং লাইন ফিসিং ট্রলার সমূহে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতদ্ববিষয়ে SPARRSO এর সাথে তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনীয় সমন্নয় করার পদক্ষেপ নিতে হবে।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় /বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবণ প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)
৬	Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরি এবং জাহাজ ক্রয়/তৈরীর পদক্ষেপ	লং লাইন ফিশিংএ যৌথভাবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান আহরনের পর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৪ টি জাহাজ তৈরী/ক্রয়ের মাধ্যমে মাছ আহরনের জন্য আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয়	৩-৫ বছর	মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

		পদক্ষেপ গ্রহণ। একই সাথে পায়রা বন্দরসহ অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে Fish Landing Station এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করতে হবে।		
৭	শ্রীলঙ্কা বা পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে Joint Venture এ মৎস্য আহরনের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা।	শ্রীলঙ্কা অথবা পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে MOU এর মাধ্যমে সমুদ্রে মাঝারী ফিশিং ট্রলার এর মাধ্যমে টুনা সহ অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মাছ আহরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১-২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৮।	চট্টগ্রামস্থ BFDC বেসিন ও Dockyard এর পুনরুদ্ধার এবং বেসিনটির Maintenance Dredging এর পরিকল্পনা।	চট্টগ্রামস্থ BFDC এর বেসিন ও Dockyard এর Capacity Buiding এর নিমিত্তে চট্টগ্রামের BFDC বেসিনটিকে জরুরী ভিত্তিতে মাটি (Silt) অপসারণ করে সেখানে জাহাজ সমূহ অনুপ্রবেশ সহ সেল্টার এর সুব্যবস্থা ও Existing Docking System টিকে পুনরায় পুনরুদ্ধার তথা প্রয়োজনে অবকাঠামোর পরিবর্তন করে ডকিং এর সুবিধাদি পুনরায় চালুকরন। উক্ত বেসিনটি বড় ও মাঝারী ফিসিং ট্রলার ছাড়াও নৌবাহিনীর ছোট জাহাজ সমূহের Cyclone Shelter হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	২-৩ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯।	বাণিজ্যিক ট্রলারগুলো কত মিটার গভীরতায় মাছ আহরণ করে তা স্থলভাগ থেকে মনিটর করা	বর্তমানে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ট্রলারগুলো কত মিটার গভীরতায় মাছ আহরণ করে তা স্থলভাগ থেকে মনিটর করা যায়না। এ ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরাধীন "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (২য় সংশোধিত) প্রকল্প" এর মাধ্যমে ১৩৩ টি ট্রলারে Vessel Monitoring System (VMS) ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে। অন্যান্য সকল ট্রলারের মনিটরিং ও Real Time Data মনিটর সিস্টেম সংযোজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের সময় সীমার উপর নির্ভরশীল	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১০।	উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে Survillance Check Point স্থাপন ও মাছ ধরার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করন।	মাছ ধরার ফিসিং বোট সমূহের সঠিক লাইসেন্স যাচাই ও মাছ ধরার Stockযাচাই এর জন্য বর্তমানে শুধুমাত্র চট্টগ্রামে চেক পোষ্ট রয়েছে। এর পাশাপাশি উপকূলীয় জেলা সমূহে Survillance Check Pointস্থাপন ও এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করন।	৫ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১১।	জেলেদের অবৈধভাবে ক্ষতিকারক জাল (Destructive Net) সম্পূর্ণ উৎখাত করন।	উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে, সাগরের মোহনায়, নদীর অববাহিকায় ও উপকূল নিকটবর্তী অঞ্চলে অবৈধভাবে বিন্দিজালের ন্যায় বিভিন্ন ক্ষতিকারক জাল (Destructive Net) ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা অন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নষ্ট করে। নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই ধরনের Destructive Net জরুরি ভিত্তিতে সমুলে নির্মূল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	চলমান প্রক্রিয়া	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
১২।	জরিপ ও গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নিরূপণসহ নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।	i) বাণিজ্যিক ট্রলারকর্তৃক আহরিত ক্যাচ ডাটা/উপাত্ত/প্রজাতি ভিত্তিক তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। ii) জরিপ জাহাজ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও জরিপ/গবেষণা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/পদায়নসহ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে Stock assessment সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

		গ্রহণ।		
১৩।	চিংড়ি এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সময়ে মাছ/চিংড়ি আহরণ বন্ধ রাখার নিমিত্ত জরুরী ভাবে বিধি সংশোধন ও প্রজ্ঞাপন জারীকরণ।	i) DoF, BFRI, BMFA, MFA, SPARRSO এবং IMSF ইত্যাদি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহযোগিতায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পূর্বক সময়কাল নির্ধারণ। ii) সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সাথে কন্সালটেশন পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪।	উপকূলীয় অর্ধ লবণাক্ত পানিতে সি-বাস, মুলেট, সামুদ্রিক শৈবাল, কাঁকড়া, শামুক/ঝিনুক, সামুদ্রিক মুক্তা ইত্যাদির গবেষণা ও চাষ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ।	i) টিএপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ii) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে গবেষণা প্রকল্প প্রদান।	২ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫।	সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ।	i) প্রতি বৎসর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার ট্রলার কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টেশিয়ানস আহরণ নিষিদ্ধ। ii) সামুদ্রিক চিংড়ির প্রজনন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মৌসুম (১৫ জানুয়ারি -১৫ ফেব্রুয়ারি) নির্ধারণ করা। iii) প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় জাটকা এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরন ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারী। এ কার্যক্রম বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী মৎস্য অধিদপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করবে।	চলমান প্রক্রিয়া	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
১৬।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী এর জনবল এবং ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি।	i) সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী এরসংশোধিত অরগ্যানোগ্রাম প্রণয়ন। ii) প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো স্থাপন এবং যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ।	৫ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
১৭।	পরিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম চিহ্নিতকরণ এবং প্রবর্তন	i) গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জাল চিহ্নিত করণ এবং প্রবর্তনে গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ। ii) অবৈধ জাল এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ।	৫ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
১৮।	মেরিকালচার সম্প্রসারণ ও Sea Ranching প্রবর্তন।	i) খাঁচায় মাছ চাষ। ii) সমুদ্র শৈবাল চাষ। iii) Sea Ranching প্রবর্তন। iv) সামুদ্রিক শামুক/ঝিনুক/মুক্তা চাষ। v) সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে।	৩-৫ বছর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৯।	ফিশিং সার্ভে চলাকালিন সময়ে সংগৃহিত ডাটা সমূহ ফিশিং কমিউনিটির নিকট প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বা সিস্টেম চালু করা।	মৎস্য অধিদপ্তর নব্যসংযুক্ত Fishery Survey Vessel হতে প্রাপ্ত ডাটা সমূহ Process করে তথ্য সমূহ ফিশিং এ নিয়োজিত জাহাজ সমূহকে প্রদানের জন্য System/Infrastructure তৈরী করতে হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতে অন্য কোন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত ফিশারি সংক্রান্ত	২-৫ বছর	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও স্পারসো

		স্যাটেলাইট ডাটা সমূহকে ফিশিং কমিউনিটিতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় সিস্টেম প্রণয়ন করতে হবে।		
২০।	সাগরের মৎস্য সুষ্ঠুভাবে অবতরন, প্রক্রিয়াকরন, সংরক্ষন ও রপ্তানী করা	সাগরের মৎস্য সুষ্ঠুভাবে অবতরন, প্রক্রিয়াকরন, সংরক্ষন ও রপ্তানী ইত্যাদি করার লক্ষ্যে ৩টি উপকূলীয় জেলায় (পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও লক্ষীপুর) ৪টি স্থানে মৎস্য অবতরন কেন্দ্র, মংলা প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্রে ৩টি পুকুর খনন, ১টি ডকইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নির্মাণ করার পরিকল্পনা সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	৩-৫ বছর	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ঃ

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা
১।	কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।	প্রকল্পটির অধীনে অনুমোদিত ২২টি ইকুইপমেন্ট (১০০ টন ক্ষমতার ১টি টায়ার মাউন্টেড মোবাইল ক্রেন, ৫০ টন ক্ষমতার ১টি মোবাইল ক্রেন, ৫/৬ টন ক্ষমতার রেল মাউন্টেড/পোর্টাল ক্রেন ২টি, ৩৫ টন ক্ষমতার ১টি হেভী ডিউটি ফর্কলিফট ট্রাক, ২টি রীচ ষ্ট্যাকার, ৬টি ফর্কলিফট, ৬টি লোমাষ্ট ফর্কলিফট ট্রাক ও ৩টি ষ্ট্রাডেল ক্যারিয়ার) সংগ্রহ করা হবে। ইতোমধ্যে ১০টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।	১ বছর	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২।	বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা	ক) নৌ-পর্যটনে নিয়োজিত জাহাজ মালিকদের সাথে সভা করে উৎসাহিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। খ) ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৬/১১/২০১৫ তারিখে "Memorandum of Understanding on Passenger and Cruise Services on the Coastal and Protocol" স্বাক্ষর হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে ক্রুজ সার্ভিস পরিচালনার জন্য প্রটোকল তৈরী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এতদ্ববিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ। গ) মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সী-ক্রুজ সার্ভিস চালুর বিষয়ে গত ১১/০৪/২০১৬ তারিখে মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরে সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণঃ (i) এসোসিয়েশন অব ট্যুর অপারেটর অব বাংলাদেশ (টোয়াব) তাদের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে। অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে; (ii) টেকনাফ-সেন্টমার্টিন পর্যটন রুটে বার্থিং এর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জেটি নির্মাণের জন্য নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক বিআইডব্লিউটিএকে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (iii) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি'র "বাঙ্গালী" ও "মধুমতি" জাহাজ দ্বারা বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটে নৌ পর্যটন চালু করার (trail run) প্রস্তাব বিআইডব্লিউটিসি-কে প্রদান করবে; (iv) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিজ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্রুজ অপারেটরের সাথে যৌথভাবে ক্রুজ সার্ভিস চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই করবে; ঘ) সী ক্রুজ ভেসেলের পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের পাশাপাশি কক্সবাজার/সুন্দরবন এলাকায় Safe Landing Place এবং Safe Berthing/Mooring এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করনের নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রস্তাব প্রেরণ। নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনী/কোস্টগার্ডের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করণ। উল্লেখ্য, বিদ্যমান নৌ আইনে আওতায় সী ক্রুজ বা কোষ্টাল ট্যুরিজম পরিচালনা করা সম্ভব এবং এর জন্য পৃথক কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।	১-২ বছর ২-৩ বছর	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, জাতীয় পর্যটন সংস্থা, বিআইডব্লিউটিএ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়

৩।	সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন (Inland Container Service) এবং পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে কোষ্টাল কন্টেইনার পরিবহনের পরিকল্পনা	মহাসড়কের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন করার জন্য ইতোমধ্যে সরকারী পর্যায়ে পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে আরো ০৩টি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মানাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে কন্টেইনার জাহাজ নির্মাণ বা সংগ্রহের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলেও শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত ৩টি জাহাজ, নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২ টি জাহাজ এবং বেসরকারী উদ্যোগে ১ টি জাহাজ ইতোমধ্যে কন্টেইনার পরিবহন শুরু করেছে। বেসরকারী পর্যায়ে আরো অন্তত ১০ টি উক্ত কন্টেইনার জাহাজ সংযোজনের ব্যবস্থাকরনসহ Inland Container Service পুণর্দ্যেমে চালুর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক) Inland Container Service উন্নতিকল্পে প্রতি ৬ মাস অন্তর সমস্ত Stoke Holding, Ships Owner Association এর সাথে Roadshow/Workshop. খ) পানগাঁওসহ অন্যান্য Inland Container টার্মিনালের কর্মপরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে। (i) সরাসরি Inland Port সমূহে Bill of Lading এর ব্যবস্থা। (ii) কলকাতা থেকে সরাসরি মালামালের পরিবহনের জন্য আরও জাহাজ মোতায়েন। (iii) Import Item এর পাশাপাশি Textile, Paper yarn, Fish, Salt, Cement ইত্যাদি আইটেম Export এর ব্যবস্থা করা। (iv) পানগাঁও সংলগ্ন জুরাইন এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম এড়ানোর জন্য ফুটপাত উৎখাত সহ পর্যাপ্ত ফুট ওভার ব্রীজ তৈরী করা এবং পানগাঁও হাসনাবাদ (৫ কিঃমিঃ) কানেক্টিং রোড স্থাপন করা। (v) নারায়ণগঞ্জ এলাকায় অবস্থানরত সকল ইন্ডাস্ট্রির সাথে আলোচনা করে (প্রয়োজনীয় রোড শো) রপ্তানি/আমদানী আইটেম সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।	১-২ বছর	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিআইডব্লিউটিএ
৪।	GMDSS এর বাস্তাবায়ন ও Coastal Radio Station স্থাপনের পাশাপাশি DGPS স্থাপন।	ক) উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য GMDSS এর কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। একই সাথে Fisherman দের Awareness, Early Weather Search and Research ইত্যাদির নিমিত্তে Coastal Radio Station এর কাজ অতিশীঘ্রই সম্পন্ন করতে হবে। কোষ্টাল এলাকায় ৭ টি নির্ধারিত স্থান (তথাঃ দুবলার চর, কুয়াকাটা, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, ঢালচর, নিঝুমদ্বীপ ইত্যাদি) উক্ত Radio Station সমূহ স্থাপনের সময় নিরাপত্তার জন্য কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও বন বিভাগকে সম্পৃক্ত করণের বিষয়টি বিবেচনা/সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। খ) উক্ত Radio Station সমূহের সমুদ্র সার্ভে কার্য পরিচালনার জন্য DGPS স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	২ বছর	নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
৫।	মাছ ধরা নৌকা/ট্রলার-সমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিষ্ট্রেশনসহ লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন গভীরতায় মাছ ধরার বিষয়ে কালার কোড প্রণয়ন।	উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে একটি প্রতিবেদন নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০১/০২/২০১৬ এবং ২৫/০৪/২০১৬ তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্ববিষয়ে নিরাপত্তা ও অবৈধ মাছ ধরা রোধকল্পে ট্রলার এর বডিতে দৃশ্যমান ভাবে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর লিখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, নৌ বাহিনী ও কোস্টগার্ড সমন্বয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়া উপকূল থেকে সমুদ্রে নির্দিষ্ট গভীরতা অনুযায়ী মাছ ধরার/বোটসমূহের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বারের পাশাপাশি বিভিন্ন কালার কোড এর মাধ্যমে চিহ্নিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মাছ ধরার ট্রলার এবং ছোট বোটসমূহ ট্র্যাকিং এর ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।	১-২ বছর	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী
৬।	ব্লু-ইকোনমি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য জাহাজ খাতের উন্নয়ন ঘটানো	ক) ব্লু-ইকোনমি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য জাহাজ খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ চলাচলের সুবিধার্থে Bangladesh Flag Vessel Protection Act এবং Rules তৈরীর বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে। ইতোমধ্যে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অধ্যাদেশটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ) আইন ২০১৭ শীর্ষক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনটি বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মন্ত্রি পরিষদ বিভাগে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ অধিদপ্তর কর্তৃক নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে। খ) জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগে ব্যাংক ঋণ হ্রাসের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ করা যায়। গ) জাহাজ রেজিষ্ট্রেশন এবং সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধনকালে ৫% অগ্রিম কর প্রদান রহিত করার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সভা করে ব্যবস্থা নেয়া	১ বছর	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর

		যেতে পারে। একই সাথে পানগাঁও বন্দরের Custom Clearence এর বিষয়টি আরোও সহজ ও সময় কমিয়ে আনার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। ঘ) বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের জন্য priority birthing এর বিষয়ে চট্রগ্রাম, মংলা এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) বাংলাদেশী ক্রুদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রুদের পাসপোর্ট, সীম্যান বুক (সিডিসি) এবং মেশিন রিডেবল সীফেয়ারার্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (SID) নিয়ে বিদেশী বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে যোগদান এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিমানবন্দরসমূহে বাংলাদেশী ক্রুদের জন্য `On arrival visa' ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর
৭।	সমুদ্র এবং সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার	ক) Merchant Shipping Ordinance, 1983 যুগোপযোগী করতে হবে। খ) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত IMO'র MARPOL এবং OPRC সহ অন্যান্য কনভেনশন বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) IMO'র AFS, BUNKER, BWM, SHIP RECYCLING কনভেনশনসমূহ অনুসমর্থন করতে হবে। ঘ) National Oil Contingency Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।	১-২ বছর	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর

৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা
১।	National Biodiversity Strategy and Action Plan তৈরি	সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এর লক্ষ্যে National Biodiversity Strategy and Action Plan ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাবনা প্রেরণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।	২ বছর	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
২।	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন উপকূল ও সমুদ্র এলাকা চিহ্নিতকরন, সামুদ্রিক প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি।	জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশগতভাবে গুরত্বপূর্ণ সামুদ্রিক এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোকে সামুদ্রিক প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা এবং এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে Strategic Environmental Assessment-(SEA) সমীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থার সহায়তা নেওয়া হবে যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সমন্বিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।	২ বছর	পরিবেশ অধিদপ্তর
৩।	Marine Pollution (Control) Act, Oil Pollution (Control) Act, Marine Vessel Air Pollution Control Act, Sea Dumping (Control) Act, Ballast Water Control and Prevention Act, Invasive Alien Species Control and Prevention Act, Underwater Noise Control Act, Land-based Pollution Control Act প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে আইন প্রণয়ন। এছাড়া আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সুন্দরবন এলাকায় বন বিভাগকে ও সম্পৃক্ত রাখতে হবে।	৩ বছর	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৪।	উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরে সৃজিত বন গ্রীন বেল্ট সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু পরিরর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, কার্বন শোষণ, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব হ্রাসের মাধ্যমে উপকূলবাসীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা ।	উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরে সৃজিত বন গ্রীন বেল্ট হিসাবে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিরর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, কার্বন শোষণ, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব হ্রাসের মাধ্যমে উপকূলবাসীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এতদোপলক্ষ্যে উপকূলীয় সৃজিত বনের কতটুকু অংশ কী পদ্ধতিতে গ্রীনবেল্ট হিসাবে চিহ্নিত এবং সংরক্ষণ করা হবে সে বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী অবস্থান ভেদে সৃজিত বাগানের ৫০০ থেকে ১০০০ মিটার প্রশস্থ এলাকা সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা হবে। মেরিন পার্ক এবং উপকূলীয় বন সৃজন	৫ বছর	পরিবেশ অধিদপ্তর

		এবং গ্রীন বেল্ট সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির মাঝে সমন্বয় করতে হবে।		
৫।	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বন্যপ্রাণীর উপর জরিপ সম্পাদন করে চেকলিস্ট প্রণয়ন করা।	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বন্যপ্রাণীর উপর বিভিন্ন প্রভাব নিরূপণের সমীক্ষা গ্রহণ করা।	৩ বছর	পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ নৌবাহিনী

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	সমুদ্রে নিরাপত্তার দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ	সমুদ্রে নিরাপত্তা ও ব্লু-ইকোনমির সঠিক বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট(এলপিসি) নির্মাণের লক্ষ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সাথে গত ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত এলপিসি দুটি গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে (বানৌজা দুর্গম) এবং গত ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে (বানৌজা নিশান) লঞ্চিং করা হয়। উক্ত জাহাজ সমূহের কমিশনিং এর পরিকল্পনা।	১-২ বছর
২	সার্ভে কার্য পরিচালনার জন্য জরিপ বোট ক্রয়	সমুদ্র সংলগ্ন নদী/মোহনা সমূহে জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ২টি জরিপ বোট ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।	১-২ বছর
৩	ডাইভিং সাপোর্ট বোট ক্রয়	সমুদ্রে এবং কোস্টাল এলাকায়Search and Rescue, Salvege Operationএবং যে কোন জরুরি ডুবুরী সহায়তা প্রদানের জন্য ৩টি ডাইভিং সাপোর্ট বোট ক্রয় করা।	২ বছর
৪	বাংলাদেশের নিজস্ব শিপইয়ার্ডের মাধ্যমে ফ্রিগেট নির্মাণ	বিদেশী প্রতিষ্ঠিত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত Joint Ventureএর মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ সিডিডিএল-এ আগামী ২০১৮-২০২২ সাল এর মধ্যে ২টি ফ্রিগেট নির্মাণ। এর ফলে নিজস্ব জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে।	৫ বছর
৫	সমুদ্রে নিরাপত্তা রক্ষার্থে নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয় প্রসঙ্গে	নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয় করা যা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।	২-৫ বছর
৬	সেইল ট্রেনিং জাহাজ ক্রয়/সংগ্রহ	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে ১টি সেইল ট্রেনিং শীপ ক্রয়/সংগ্রহ করা যা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হবে।	২-৩ বছর
৭।	ফ্লোটিং ডক ক্রয়/নির্মাণ	জাহাজ সমূহের মেরামতের নিমিত্তে ১টি ফ্লোটিং ডক ক্রয়/নির্মাণ করা হলে তা বাংলাদেশ নৌবাহিনী ছাড়াও বাংলাদেশের ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের জাহাজের মেরামতে সহায়ক হবে।	৩-৫ বছর
৮।	সমুদ্রে উপকূলবর্তী চরাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌবাহিনীর এলসিইউ (Landing Sea Unit)	সমুদ্রে উপকূলবর্তী চরসমূহে নিরাপত্তার জন্য এবং Amphibions Landingসহ রসদ সরবরাহ, জনবল প্রেরণ ইত্যাদি অপারেশন পরিচালনার জন্য ২টি এলসিইউ ক্রয়/নির্মাণ করার পরিকল্পনা।	২ বছর

	ক্রয়/নির্মাণ		
৯	সমুদ্রে উপকূলবর্তী চরাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌবাহিনীর এলসিটি (Landing Sea Tug) ক্রয়/নির্মাণ	সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের চরাঞ্চলের নিরাপত্তা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরি প্রয়োজনে রসদ সরবরাহের নিমিত্তে ২টি এলসিটি ক্রয়/নির্মাণ করা।	২-৩ বছর
১০	ফ্লোটিং ক্রেন ক্রয়/নির্মাণ	জাহাজের মেরামতের সহায়তা, দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও সমুদ্রে/কোস্টাল এলাকায় জরুরী উদ্ধার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১টি ফ্লোটিং ক্রেন ক্রয়/নির্মাণ করা।	২-৩ বছর
১১	সমুদ্রে অবস্থানরত নৌবাহিনীর জাহাজ সমূহের সহায়তার জন্য লজিষ্টিক শীপ ক্রয়/নির্মাণ	সমুদ্রে অবস্থানকালে নৌবাহিনীর জাহাজ সমূহকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য ১টি লজিষ্টিক শীপ ক্রয়/নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে যা সমুদ্রে অবস্থারত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজকে লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে।	৩-৫ বছর

(খ) স্পারসো

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	'দূর অনুধাবন ও জি, আই, এস প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ভৌগলিক তথ্যব্যবস্থা এবং সমুদ্রে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন' শীর্ষক কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন।	কার্যক্রমের ধারণাপত্র অনুমোদন, DPP প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন। কার্যক্রমটি সমীক্ষা প্রকল্প হিসেবে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।	২০১৬-১৭ **স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা**
২	উপকূলীয় এলাকার ভৌগলিক তথ্যব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা।	সমুদ্রসীমায় মাছের বিচরণ ক্ষেত্র নিয়মিতভাবে সনাক্তকরণের জন্য দূর অনুধাবন প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা।	২০১৭-২০২০ **মধ্য মেয়াদী**
৩	দূর অনুধাবন প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা।	মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় স্থাপিত ব্যবস্থাদ্বয় হালনাগাদকরণ ও পরিচালনা।	২০২০-২০৩০ **দীর্ঘ মেয়াদী**

(গ) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১।	উপকূলীয় অঞ্চলের স্যাটেলাইট ও আকাশ চিত্র সংগ্রহ করে জিআইএস ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ।	USGSহতে Landsat 8ইমেজ সমূহ প্রতিমাসে download করে সংরক্ষণ করা।	২০১৭-১৮
২।	জোয়ার ভাটা বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মাঠ জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকূলীয় দ্বীপ চিহ্নিতকরণ।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিআইডব্লিউটিএ থেকে ডাটা ও স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ ও সমন্বয় করে উপকূলীয় দ্বীপ ও অন্যান্য বিষয় চিহ্নিত করা। মাঠ জরিপ করে যাচাই করণ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা।	২০১৭-১৮
৩।	উপকূলীয় অঞ্চলের বিশ্লেষণ পূর্বক সম্ভাব্য দ্বীপ/উপকূলীয় অঞ্চলের মাঠ পর্যায় জরিপ কাজ পরিচালনা।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিআইডব্লিউটিএ এর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা।	২০১৭-১৮

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

ক্রঃ নং	কর্ম পরিকল্পনা	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	৪ টি পন্টুন (বড়) নির্মাণ শেষে ইতোমধ্যে কোস্ট গার্ড বহরে যুক্ত হয়েছে। ২ টি হারবার প্যাট্রোল বোট (এইচপিবি) নির্মাণ শেষে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ কোস্ট গার্ড এ যুক্ত হয়েছে। ২ টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণাধীন রয়েছে। ২ টি ফাস্ট প্যাট্রোল বোট (এফপিবি) তৈরীকরণ।	২/১ বছর
২	"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	০২টি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল (আইপিভি) দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০২টি টাগ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০৬টি হাইস্পিড বোট (এইচএসবি)। ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) ইত্যাদি পরিকল্পনা।	২ বছর
৩	সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার	জাহাজসমূহের প্রথম ব্যাচের ২টি জাহাজ গত ১২ জানুয়ারি ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাচের ২টি জাহাজ জুলাই ২০১৭	৩-৫ বছর

	নিরাপত্তা বিধান, অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ এবং বিদেশী ফিশিং ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কোস্ট গার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে "গভীর সমুদ্রে সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সুরক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প।	সালের মধ্যে এবং অতি শীঘ্রই ০৪টি হেলিকপ্টার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এ সংযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।	
৪	"এনহ্যান্সমেন্ট অফ অপারেশানাল ক্যাপাবিলিটি অফ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড" শীর্ষক প্রকল্প।	০৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণাধীন রয়েছে। ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন (এফসি) নির্মাণাধীন রয়েছে ০৬টি হাই স্পিড বোট (এইচএসবি) এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ।	
৫	সমুদ্র সম্পদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (Blue Economy) বিষয়ে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান এবং কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সমুদ্র সম্পদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (Blue Economy) বিষয়ে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান এবং কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোস্ট গার্ডে ইতিমধ্যে ৩,৯৫৩ জন্য জনবল কোস্ট গার্ডের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) তে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় ৩,৩৫৬ জন জনবল, মধ্যে মেয়াদী পরিকল্পনায় ১,৫৯৭ এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় ১,১২৬ জন জনবল অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	৫ বছর

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১)বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	ক্রুজ জাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে ট্যুরিজম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, সুন্দরবনের মত পর্যটন এলাকা সমূহে টুরিজম বৃদ্ধির লক্ষে অন্যান্য দেশের ন্যায় ক্রুজ জাহাজের ওশান ক্রুজ জাহাজ সংযুক্তির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। উক্ত ক্রুজ ভেসেল সমূহ পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এর দেশ সমূহের সাথে সংযুক্ত রেখে মাঝারী/বড় ধরনের ক্রুজ ভেসেলের মাধ্যমে ট্যুরিজম বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা। এই ধরনের ভেসেল তৈরী	২ বছর

		করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বিধায় বিভিন্ন দেশ যৌথ Charterএর মাধ্যমে অথবা উল্লেখিত দেশ সমূহের সাথে যৌথ প্রযোজনায় উক্ত ক্রুজ সার্ভিজ চালু করা যেতে পারে। একই সাথে সুন্দরবন এলাকার Safe Landing Stationএর নিরাপত্তাসহ অভ্যন্তরীন যোগাযোগের ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি করতে হবে।	
২	Eco-Tourism Riverineএবং Tourism	Eco-Tourism RiverineএবংTourismএর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।	২ বছর
৩	Tourism এর Master Plan	Tourism এর Master Plan (যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে) তা বাস্তবায়ন	২ বছর
৪	Tourist দের আগমনের জন্য Suitable Landing Station/ Pontoon	সুন্দরবন/কক্সবাজার এলাকায় Tourist দের আগমনের জন্য Suitable Landing Station এর ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে জেটি দ্বারা/কিংবা মুরিং বয়ের মাধ্যমে Disembarkation Plan করা যেতে পারে। কক্সবাজার এলাকার ক্ষেত্রে রেজু খাল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সুবিধা জনক জায়গায় Landing/Disembarkation Point স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৩-৫ বছর

(২) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি):

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমার উপরস্থ সকল পয়েন্টের সঠিক স্থানাংকসহ নির্ভূল সীমানা ম্যাপ/নকশা সংগ্রহের কার্যক্রম	সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে সংগ্রহের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্ভূল সীমানা প্রাপ্তির পর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং ICAO (International Civil Aviation Organization)- এর অনুমোদনের মাধ্যমে FIR বর্ধিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	

শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল
১	বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৭ প্রনয়ণ	আইনটি কার্যকর হলে এ শিল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে।	২ বছর
২	পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ জাহাজ শিল্পের মালিকদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ	ইয়ার্ডের মালিকদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সাল থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।	৩ বছর
৩	জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান	নরওয়েজিয়ান সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।	৩ বছর
৪	International Hong Kong Convention, 2009অনুযায়ী সীতাকুন্ডস্থ সকল ইয়াডের্র উন্নীতকরণ	নরওয়েজিয়ান সরকার এবংInternational Maritime Organization (IMO)'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়'Safe and Environmentally sound ship Recycling in Bangladesh'শীর্ষকপ্রকল্পের ১ম পর্যায়ের(Phase-1)কাজ শেষ হয়েছে।	৩ বছর
৫	জাহাজ	এ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ থেকে অর্থায়ন অনুসন্ধান করা	৫ বছর

	পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ জোনে বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণেTreatment Storage and Disposal Facilityস্থাপন	হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি করার লক্ষ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে।	

৯। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা
১।	উড়ির চর নোয়াখালী ক্রস ড্যাম	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ কিঃ মিঃ ক্রসড্যাম এবং দুই দিকে ৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এর ফলে উক্ত এলাকায় প্রায় ১০,০০০ হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধার সহ উড়ির চর ও নোয়াখালীর মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হবে।	স্বল্প মেয়াদী (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	পানি উন্নয়ন বোর্ড
২।	বাপাউবো কর্তৃক ২০০৩ সালে সমাপ্তকৃত সমীক্ষা ও কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ক্রসড্যামের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রকল্প।	সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলকে গুরুত্ব দিয়ে ১৩টি ক্রসড্যামসহ নুতন নুতন এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভব্যতা সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।	স্বল্প মেয়াদী	পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩।	সিডিএসপি-৫ (সিডিএসপি-৪ এর ধারাবাহিকতায়)	সিডিএসপি-৪ (বাস্তবায়নাধীন) এর আওতায় ২১৫০০ ভূমিহীন পরিবারকে প্রায় ১৩৫১৬ হেক্টর খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।	মধ্য মেয়াদী	পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনার ধরণ	আলোচ্য বিষয়	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন কাল (অর্থবছর)
স্বল্পমেয়াদী	১) চলমান ০২টি ডিপ্লোমা কোর্স আধুনিকায়ন।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেরিন ও শিপবিল্ডিং টেকনোলজিতে ০২টি কোর্সের সিলেবাস আপগ্রেড করা হয়েছে।	সম্পন্ন
	২) ০৪টি ট্রেডে ০৬ মাস মেয়াদী কোর্স পরিচালনা: (a) Ship Safety & Fire Fighting; (b) Marine Pipe Fitting; (c) Marine Engine and Mechanical Fitter; (d) Ship Fabrication and Welding.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়নগঞ্জে ০৪টি ট্রেডে ১৮৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন
	২) ৩) নিম্নোক্ত ০২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ পরিচালনা: (a)Marine Engine and Mechanical Fitter (b) Ship Welding and Fabrication	বর্ণিত দুইটি কোর্স Marine Engine and Mechanical Fitter ও Ship Welding and Fabrication এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ও চলামন থাকবে

	৩) NTVQF এর আওতায় Marine Diesel Engine Artificer কোর্সের Curriculum প্রস্তুত করণ।	Marine Diesel Engine Artificer কোর্সের Curriculum NTVQF এর আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	প্রশিক্ষণ চলমান
মধ্যমেয়াদী	Marine Refrigeration & Air Conditioning কোর্সে প্রশিক্ষণ পরিচালনা	Marine Refrigeration & Air Conditioning ট্রেডের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষে আগামী জুলাই/২০১৯খ্রিঃ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।	২০১৯-২০খ্রিঃ
দীর্ঘমেয়াদী	নিম্নোক্ত ০২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ পরিচালনা: (a) Crane Operation and Maintenance; (b)Electrical Maintenance for Marine Vessel.	প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আগামী ২০১৯-২০খ্রিঃ হতে ২০২২-২৩খ্রিঃ অর্থ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	২০১৯-২২খ্রিঃ